সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর বক্তব্য

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। প্রতিবেদনটিতে রয়েছে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়ন কার্যক্রমসহ প্রকল্পসমূহের কাজের বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং সার্বিক রাজস্ব আহরণ পর্যালোচনা। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে আমরা মনেকরি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থের প্রায় ৬০% সংগ্রহ করে থাকে। কর রাজস্বের প্রায় ৯৬% এবং মোট রাজস্বের প্রায় ৮৬% রাজস্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আহরণ করে থাকে। মোট রাজস্বের অবশিষ্ট ৩%-৪% রাজস্ব আসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব (যেমন- মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব ও স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি) হতে এবং ১১%-১২% কর বহির্ভূত রাজস্ব (বিভিন্ন প্রশাসনিক ফি, চার্জ, রেলপথ, ডাক, টোল, লেভী, সুদ ইত্যাদি) হিসেবে আহরিত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৫০,০০০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ১,৫৩,৬২৬.৯৬ কোটি টাকার রাজস্ব আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে গত অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.২১%।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ও প্রাজ্ঞ তত্ত্বাবধানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সদা তৎপর। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নির্ধারিত রাজস্ব আহরণ লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অতিক্রম করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নেতৃত্বে কাস্টমস, আয়কর ও ভ্যাট বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুগপৎ প্রচেষ্টার ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটির উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য যেকোন যৌক্তিক পরামর্শকে স্বাগত জানানো হবে। এ প্রতিবেদন সংকলন ও সম্পাদনের কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তারিখ ঃ ঢাকা,
২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
১ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।